প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ

এবং

সদস্য (বিতরণ), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২১- ৩০ জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

প্রস্তাবনা

সেকশন ১: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জন সমূহ :

২০০৯ সালের শুরুতেই বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেগাওয়াট যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,১৭১ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ)। এ সময়ে মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ থেকে ৯৯ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বর্তমানে সরকারি খাতে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ৪৬%, বেসরকারি খাতে ৮৩%, জয়েন্ট ভেঞ্চার ৬% এবং বিদ্যুৎ আমদানীর পরিমান ৫%। তাছাড়া বিউবো'র বিতরণ সিস্টেম লস একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিউবো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিউবো'র বিতরণ লস ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ১১.৮৯%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১.১৭%, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১১.০১%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯.২৭%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮.০০%, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯.১৩% এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯.০১% । বিউবো'র সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে ধরে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রজেক্টের অধীনে এবং নতুন সংযোগের মাধ্যমে বিউবো কর্তৃক এ যাবৎ সর্বমোট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা ১২,৫৫,০০০ টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০,০০০ টি প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ:

বর্তমানে সরকারের ভিশন এবং নির্বাচনী অঙ্গীকারকে সামনে রেখে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সে সাথে বিতরণ লাইন, ট্রান্সফরমার, উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সেট-আপ বৃদ্ধি ও সেট-আপের বিপরীতে সরাসরি লোকবল নিয়োগ জরুরী হয়ে পড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহে আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। প্রকল্প সমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করা একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিউবোকে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ট্যারিফ জনিত লোকসানের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরবরাহ ব্যয় অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। জানুয়ারী'২০২০ হতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে বিউবো'র সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড স্থবির হয়ে রয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে উন্নীত করণে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এ চাহিদা মোকাবেলার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন জ্বালানি ভিত্তিক নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নে পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৩০ সালে মধ্যে ৪০,০০০ মেঃওঃ করার লক্ষ্যে বিউবো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনাসমূহ বিউবো সহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাস্তবায়িত হবে। সকল নাগরিকের জন্য ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিউবো'র বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/সিলেট এর কার্যক্রম জোরালো ভাবে বাস্তবায়ন চলছে। বিতরণ খাতে সিস্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শতভাগ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান লক্ষ্যমাত্রা সমূহ:

- বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬৫ মেগাওয়াট বৃদ্ধি;
- ১৪০০ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ;
- বিতরণ সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে অব্যাহত রাখা ;
- ৫০,০০০ টি প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন;
- দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ৩৩ কেভি উপকেন্দ্র শতভাগ এবং বিতরণ লাইন ১২০০ কিঃমিঃ GIS Mapping করণ।
- বিউবো বিদ্যুৎ সেক্টরে প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অব্যাহত ভূমিকা রাখা।

প্রস্তাবনা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ

এবং

সদস্য *(বিতরণ)*, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

বিউবো'র রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission),কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ ভিশনঃ

দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরবচ্ছিন্ন, গুণগত ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

১.২ মিশনঃ

টেকসই উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ও গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১) বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন;
২) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৩) জনগনের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৪) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ ও গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ ও
৫) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১) বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি;
২) বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহরে দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধি;
৩) বিতরণ লাইন নির্মাণ;
৪) উপকেন্দ্রের উন্নয়ন;
৫) সিষ্টেম লস হ্রাসকরণ;
৬) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণ;
৭) মানসম্মত বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৮) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ;
৯) প্রি-পেইড মিটার স্থাপন;
১০) ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার এর পরিমাণ কমানো;
১১) গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ;
১২) নেট মিটার স্থাপন;
১৩) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন ও
১৪) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি